4. আধুনিকতার প্রবর্তক হিসাবে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

⇒ (ভারত পথিক রামমোহন রায় ভারতের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশিষ্ট নাম। অনেকের মতে রামমোহন রায় হলেন ভারতের বিশেষত বাংলায় আধুনিক যুগের পথিকৃৎ।) হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তিনি এক গোঁড়া হিন্দু জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক অর্থে রাজা রামমোহন রায়কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা যায় না। তিনি কোনো সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা নয় তা সত্ত্বেও অনেকে রামমোহনকে আধুনিক ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদার্শনিক হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতি, রামমোহন ছিলেন সমকালীন বাংলায় একজন বিশিষ্ট জমিদার, ~~এক~~ Elite, বহু ভাষাবিদ পন্ডিত এবং একজন বিত্তসম্পন্ন ও সমাজ সংস্কারক। (রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তা পদ্ধতি ছিল আরোহী মূলক। তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হন, রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তায় ~~পশ্চি~~ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে জেরেমি বেন্থাম, মন্টেস্কুর প্রভাব সর্বাধিক, রামমোহন বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ সংস্কার মূলক কর্মযোগ্যে শামিল হন এবং মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে তিনি সমর্থন করে।

রামমোহন ছিলেন আধুনিক ভারত গড়ার কর্মযোজ্ঞের পুরোহিত, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতার অন্ধকারে ভারতবাসী যখন আচ্ছন্ন তখন আবির্ভাব হয় রামমোহন রায় এর। আসলে রামমোহন-এর মূলধন ছিল তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা, প্রগতিশীল মন ও আধুনিক ~~মা~~ ভারত সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা।)

(1) উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তা: (অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, এই শ্রেণীর নেতৃত্বে ইউরোপে উদারনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। মধ্যযুগে সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা, অনাচার অবিচারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। শাসিত এই সমাজের অনেকেই ছিল উৎপীড়িত। সদ্য আবির্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর এই নীতিটিতে মানুষকে স্বাধীন জীবনের ও সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন দেখায়। ভারতে ব্রিটিশদের আগমনের পরেই অনুরূপ একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। রামমোহন এই নবোদ্ভূত শ্রেণীটির পুরোভাগে ছিলেন। রামমোহন ইউরোপের উদারনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আপ্লুত ছিলেন। রামমোহনের চিন্তাভাবনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।)

(২) ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ: - মধ্যযুগীয় ভারতের নির্জীব জনজীবনে প্রাণসঞ্চারিত হয় পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মতাদর্শ ও ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে, এর ফলশ্রুতি হিসাবে উনিশ শতকে ভারতীয় নবজাগরণের দেখা ~~ম~~ পাওয়া যায়, ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ হলেন রাজা রামমোহন রায়, ইউরোপের সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের নবজাগরণের তুলনা করা হয়। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে লুথার ও ক্যালভিনের ভূমিকার সাথে রামমোহনের ভূমিকার তুলনা করা হয়।

(৩) শিক্ষাবিস্তার: - রামমোহন ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন। দেশে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে জনসাধারণের ~~জন্য~~ মধ্যে ~~শি~~ শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বিশেষত ইংরাজী ভাষাশিক্ষার উপরও তিনি জোর দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তার অভিমত অনুসারে ভারতীয়রা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সুফল সমূহ ভোগ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে স্বদেশ স্বজন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে, তিনি নিজে ছিলেন বহু-ভাষাবিদ সুপন্ডিত। আরবী, ফরাসী, ইংরাজী, উর্দু, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি বিদেশী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্য ছিল অপরিসীম।

Scanned with CamScanner

(৪) ধর্মীয় বিষয়ে উদারনৈতিক আদর্শ :- ধর্মীয় বিষয়েও রামমোহন উদারনীতিবাদ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি পরধর্ম সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী যে কোন ধর্ম স্বীকার ও অনুশীলনের অধিকার যেকোনো নাগরিকের আছে। ধর্মীয় কারণে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব বিবাদ অনভিপ্রেত, তাঁর মতে ভারত ও ভারতবাসীর ঐক্য প্রগতির পথে বাধা হয়ে ~~দাঁড়াতে~~ দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত। রামমোহন "যত মত তত পথ" অনুসরণ করার কথা বলেছেন, রামমোহনের মতানুসারে প্রত্যেকে তার ধর্মমত ও ধর্মপথ অনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করবে ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করবে, কেউ ~~ক~~ ঐক্যে তাদের কাজে কোনও বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারবে না।

(৫) বিশ্বজনীন মানবতাবাদ :- ~~ক~~ রামমোহন ছিলেন বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শের অনুগামী। তিনি স্বাধীন ও সুসংবদ্ধ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মাধ্যমে রামমোহন বিশ্বমানবের সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতি ছিলেন, মানুষের স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য রামমোহনের আন্তরিক আকুতি অনস্বীকার্য। ১৮৩১ সালে রামমোহন "On the unity of mankind" রচনা করেন।

Scanned with CamScanner